কালের কণ্ঠ

2013 ২০ ৫

উচ্চশিক্ষার শুরুতেই হোঁচট

- হরতাল-অবরোধে স্থগিত একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা
- নিয়মিত পরীক্ষা না হওয়ায় সেশনজট বাড়ছে

শরীফুল আলম সুমন ▶

উচ্চশিক্ষার শুরুতেই হোঁচট খেল লাখ লাখ শিক্ষার্থী। এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর প্রায় চার মাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার আশায় দিন গুনেছে প্রায় সাড়ে সাত লাখ শিক্ষার্থী। অপেক্ষার পর যখন ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হলো, তখনই টানা অবরোধ কর্মসূচি। ফলে একের পর এক স্থগিত হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১২ লাখ শিক্ষার্থী আগে থেকেই দুই-তিন বছরের সেশনজটে আটকে পড়ে ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যখন নানা কৌশলে এ সেশনজট কমানোর চেষ্টা করছে, ঠিক তখনই টানা অবরোধে একের পর এক পরীক্ষা স্থগিত করতে হচ্ছে। পরীক্ষার নতুন তারিখও নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। হরতাল-অবরোধে শুধু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও সেশনজট বাড়বে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)।

ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, 'সব সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ও ক্লাস শুরুর বিষয়ে নিজস্ব সূচি রয়েছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ই ভর্তি পরীক্ষার মাসখানেকের মধ্যে ক্লাস শুরু করে থাকে। সাধারণত নভেম্বর ও ডিসেম্বরে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া ও ফল প্রকাশ করা হয়। ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষে জানুয়ারির শেষে বা ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে ক্লাস শুরু হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয় সবার শেষে, মার্চ মাসে। কোনো কারণে ভর্তিপ্রক্রিয়ায় দেরি হলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সব ক্ষেত্রে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'হরতাল-অবরোধে সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই সমস্যা হচ্ছে। লাখ লাখ শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আর এতে যে তাদের সেশনজটে পড়তে হবে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়নি, তারা পরীক্ষা নিয়ে খুবই চিন্তায় আছে। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেব্রুয়ারিতে ক্লাস শুরু হয়। এবার যথাসময়ে ক্লাস শুরু করা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।'

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৬

উচ্চশিক্ষার শুরুতেই হোঁচট

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

গত শনিবার থেকে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটের ৭২ ঘণ্টার অবরোধের কারণে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা পেছাতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। আজ মঙ্গলবার থেকে অবরোধ আরো ৫৯ ঘণ্টা বাড়ায় আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা পেছাতে বাধ্য হবে।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবি) এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা ৩০ নভেম্বর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সমন্বিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেওয়ায় পরীক্ষা স্থগিত করে কর্তৃপক্ষ। এখনো নতুন তারিখ জানানো হয়নি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। সিন্ডিকেট সভা, পরীক্ষা, ক্লাসসহ সব নিয়মিত কাজই বন্ধ রয়েছে বলা যায়। এখনো শুরু হয়নি প্রথম বর্ষের ভর্তিপ্রক্রিয়া।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশীদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা সেশনজট কমানোর চেষ্টা করছিলাম। মাঝেমধ্যে হরতাল হলে পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করে দিতাম। কিন্তু এখন টানা হরতাল-অবরোধ হওয়ায় নতুন তারিখ নির্ধারণ করতে পারছি না। সারা দেশেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রতিদিনই কোনো না কোনো পরীক্ষা রয়েছে। প্রশ্ন ও খাতা বণ্টন, আবার সেসব কেন্দ্র ফেরত পাঠানো—এসব কাজ অবরোধের মধ্যে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন কর্মসূচি গ্রহণ করেন তখন শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রাখেন না। ক্ষমতাই তাঁদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। এর মাশুল দিতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের।'

অবরোধ-হরতালের জাঁতাকলে পড়েছে লাখ লাখ শিক্ষার্থী। উচ্চশিক্ষার শুরুতেই তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। আবু সায়েম নামের এক শিক্ষার্থী কালের কণ্ঠকে বলে, 'আমি যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির টার্গেট নিয়েছি সেগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে না। জানুয়ারিতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সেশন শুরু হবে। যদি ডিসেম্বরের মধ্যে শাবি, যবিপ্রবি এবং গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষ না হয় তাহলে মহাবিপদে পড়ে যাব। আবার যদি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যাই এবং কিছুদিনের মধ্যে আবার কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে যাই তাহলে গাদা গাদা টাকার শ্রাদ্ধ হবে। আবার এটাও চিন্তা করছি, যদি প্রাইভেটে ভর্তি না হই এবং টার্গেট বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স না পাই তাহলে একটি সেমিস্টার মিস হবে। কী যে করব, ভেবে পাচ্ছি না।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আল মামুন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনিতেই অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স শেষ করতে বছর অনেক লেগে যায়। আঠারো-উনিশ বছর বয়সে অনার্সে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা শেষ করে বের হতে হতে সাতাশ-আটাশ বছর বয়স হয়ে যায়। পাস করে চাকরি খুঁজতে খুঁজতেই বয়স পার। হরতাল-অবরোধে এভাবে বারবার পরীক্ষা স্থগিত হতে থাকলে পাস করতেই চাকরির বয়স পার হয়ে যাবে।'